আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.

# মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা

অনুবাদঃ
উম্মে তকি

রাহনুমা প্রকাশনী

## সূচিপত্র


অনুবাদকের কথা—৯

ইউরোপীয় বীরাঙ্গনার গল্প—১৭

প্রাক-ইসলামি আরবে নারী—১৯

**ইসলামি যুগ—১৯**

খন্দক যুদ্ধে সাফিয়্যার বীরত্ব—২৩

উম্মে উমারার বীরত্ব—২৩

ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে নারী—২৫

মুসলিম মায়েদের কুরবানি—২৬

পারসিকদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জিহাদ—২৭

দামেস্কের ময়দানে নারীদের ভূমিকা—৩০

ইয়ারমুক ও অন্যান্য যুদ্ধে সাহাবিয়ার জিহাদ—৩২

তুর্কিদের বিরুদ্ধে নারীদের সাহসী প্রতিরোধ—৩৭

গাযালা ও জাহিযা: দুজন নির্ভীক নারীর গল্প—৩৮

রাজপরিবারের নারী রণাঙ্গনে—৪০

ফারিআর শোকগাথা—৪১

ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিম নারী—৪২

**হিন্দুস্তান—৪৩**
মুসলিম ভারতের শাসক রাজিয়া—৪৩
জনৈক বাঁদীর বীরত্ব—৪৪
তৈমুর-নারীদের কীর্তি—৪৫
নুরজাহানের গল্প—৪৭
হামিদ খান বেগম: এক সাধারণ নারীর অসাধারণ কৃতিত্ব—৪৯
পুঁচি খাতুনের রণকৌশল—৫১
চাঁদ খাতুনের অসম সাহসিকতা—৫৩
ইয়ামানের লড়াকু নারী—আসমা সুলাইহি—৫৮
ভিন্ন এক বীরত্বের কথা—৫৯
সাহাবিয়ার দৃঢ়চিত্ততা—৬০
স্পেনশাসকের মা—৬২

ইউরোপের কালজয়ী ইতিহাসে উজ্জ্বলতম কীর্তি বিবেচিত হয় এক বীরাঙ্গনার গল্প—নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে যিনি সিপাহির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পর্তুগালে সফল অভিযানের পর সেখানে আপন ভাই জোসেফকে স্থলাভিষিক্ত করে স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষ অ্যারাগন (Aragon) রাজ্যের রাজধানী সারাগোসায় (Saragossa) মুখোমুখি হয়। নেপোলিয়নের আগ্রাসন মোকাবেলায় স্প্যানিশরা সামরিক শক্তির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনাকেও ব্যবহার করে। স্বজাতিপ্রেম ও মাতৃভূমি রক্ষার উন্মাদনায় জেগে ওঠে গোটা স্পেন। দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় প্রত্যেক নাগরিক। মানবজাতির দুর্বল ও কোমল শ্রেণিও এই কঠিন মুহূর্তে মাতৃভূমির জন্য জীবনবাজি রাখতে পিছপা হয়নি।

অবলা নারী ও দুর্বল শিশুদের আত্মত্যাগ আর কী হতে পারে? আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদিই ছিল তাদের কাজ। কাউন্টেস বিউরেটা (The Countess of Bureta)[১] নারী ও শিশুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে তাদের দায়িত্ব দিলেন যেন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহিদের নিকট খাবার পৌঁছে দেয়, আহত সৈনিকদের উদ্ধার করে, তাদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগায় এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে। এই

১. কাউন্টের স্ত্রীরূপ, ইউরোপীয় মহান ব্যক্তিদের উপাধি, ব্রিটিশ আর্লের সমতুল্য। (অনুবাদক)

ঐতিহাসিক যুদ্ধেরই এক গৌরবময় ঘটনা—

সেই দলের এক সদস্য অগাস্টিনা সারাগোসা (Agustina Saragossa) একদিন সিপাহিদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ভয়ংকর দৃশ্য তার চোখে পড়ে। যুদ্ধরত এক গোলন্দাজ সৈনিকের গায়ে গুলি লাগলে সে পড়ে যায়। অন্য সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের অগ্রযাত্রা রুখার জন্য সাহস করে নিহত সৈনিকের স্থানে দাঁড়াতে চাচ্ছিল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে এত তীব্র গুলি বর্ষিত হচ্ছিল যে, তারা বারবার অগ্রসর হয়েও পিছু হটছিল। দুঃসাহসী অগাস্টিনা এক দৌড়ে চলে যান নিহত সৈনিক পর্যন্ত; সে মৃত্যুর আগে শত্রুর দিকে যে কামান তাক করে রেখেছিল, তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মনোবল না হারিয়ে নিরলস লড়াই চালিয়ে যান। তার সাহসী ভূমিকার কারণেই সেদিন সৈনিকরা উজ্জীবিত হয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

যুদ্ধ শেষে অগাস্টিনা বুঝতে পারেন, তিনি এ অবদান রেখেছেন তার স্বামীর পক্ষ থেকে, যার মৃতদেহ কামানের ওপাশে পড়ে ছিল। দেশ ও জাতি অগাস্টিনার এই অবদান বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। আজীবন তিনি রাজদরবার থেকে ভাতা পেতেন। ইউরোপের বিশিষ্ট লেখকগণ তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলির মাঝে একে স্থান দেন।

'জোয়ান অফ আর্ক' (Joan of Arc) ইউরোপের এক বীর মহিলা। ১৪২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করে সেনাপতি হয়ে অর্লিন্স অবরোধ করেন। পাতের যুদ্ধে (The Battle of Patay) ইংরেজদের পরাজিত করে তিনিই ক্ষমতায় আসীন করেন চার্লস সপ্তমকে। ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাদুর জোরে তিনি এই অতিমানবীয় শক্তি লাভ করেছেন—এ অপবাদ দিয়ে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। 'জোয়ান অফ আর্ক'-এর

কীর্তি এতই প্রসিদ্ধি পায় যে, স্কুলের শিশুদের কাছেও তিনি পরিচিত। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাকে সাধু বা সেইন্ট স্বীকৃতি প্রদান করে!

* * *

অপরদিকে, মুসলমানদের ইতিহাসে এজাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা অসংখ্য। দুঃখের বিষয় হল, এসব অমূল্য কীর্তিগাথার উপযুক্ত কদর আমাদের কাছে নেই।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবেও এই নিয়ম ছিল যে, নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ করত। মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধের সারির পেছনে থাকত। তাদের কাজ হত—আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করা, ঘোড়ার পরিচর্যা করা, তাদের বীর স্বামীদেরকে স্বস্তি দেওয়া, পূর্বসূরিগণের ইতিহাসখ্যাত বীরত্বগাথা আবৃত্তি করে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করা, নিহত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেওয়া, পলায়নপর শত্রুদের গ্রেফতার করা, লাশ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

আরবের বিখ্যাত কবি আমর বিন কুলসুম গর্ব করে বলেছেন:

عَلَى آثَارِنَا بِيْضٌ حِسَانٌ  نُحَاذِرُ أَنْ تُقَسَّمَ أَوْ تَهُوْنَا

أَخَذْنَ عَلَى بُعُوْلَتِهِنَّ عَهْداً  إِذَا لاَقَوْا كَتَائِبَ مُعْلَمِيْنَا

لَيَسْتَلِبُنَّ أَفْرَاساً وَبِيْضاً  وَأَسْرَى فِي الحَدِيْدِ مُقَرَّنِيْنَا

ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي جُشَمِ بنِ بَكْرٍ  خَلَطْنَ بِمِيسَمٍ حسَبًا ودِينًا

يَقُتْنَ جِيَادَنَا وَيَقُلْنَ لَسْتُم  بُعُوْلَتَنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعُوْنَا

এসব সেবামূলক কাজের জন্য উম্মে সুলাইম রা. ও কিছু আনসারী সাহাবিয়া অধিকাংশ যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন।[১]

হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয রা. সহ কিছু মহিলা উহুদ যুদ্ধে শহিদ ও আহতদেরকে ময়দান থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[২] রুফাইদা রা.-এর একটি তাঁবু ছিল, সেখানে তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন।[৩]

উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়া রা. সহ আরো পাঁচজন নারী খাইবার যুদ্ধে চরকা কেটে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তারা ময়দান থেকে তীর তুলে আনতেন এবং মুজাহিদদের ছাতু পান করাতেন।[৪]

হজরত উম্মে আতিয়া রা. সাতটি যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য খাবার রান্না করেছিলেন।[৫]

ইবনে জারির তাবারি রহ. লিখেন, মুসলমানগণ নিহতদের একত্র করে কাতারের পেছনে রাখতেন। যারা শহিদদের কাফন-দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা আহতদেরকে মহিলাদের নিকট সোপর্দ করে শহিদগণকে দাফন করতেন। কাদিসিয়া বিজয়কালে সংঘটিত 'আরমাস' ও 'আগওয়াস' যুদ্ধে মহিলা ও শিশুরা কবর খনন করেছিলেন।[৬]

কাদিসিয়া যুদ্ধে উপস্থিত এক মহিলা যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'যুদ্ধ শেষ হলে আমরা কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রের দিকে চললাম। আমাদের হাতে ছিল লাঠি। কোনো আহত মুসলিম সৈনিক দেখলেই আমরা তাকে পানি পান করাতাম এবং উঠিয়ে নিতাম। কোনো

---

১. সুনানু আবি দাউদ: ২৫৩১
২ সহিহ বুখারী: ৫৬৭৯
৩ উসদুল গাবাহ: ৭/১১১
৪ উসদুল গাবাহ: ৭/৩২৩
৫ সহিহ মুসলিম: ১৮১২
৬ তারিখে তাবারি: ৩/৫৫০